তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ভোক্তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত K‡i জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমানে ভোক্তার মূল্যসূচক প্রকাশ করা হয়। ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয়ের নিমিত্তে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey, 1995-96) হতে নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে সার্বিক গ্রামীণ (All rural) মূল্যসূচক এবং সার্বিক নগর (All urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। অতঃপর দুই এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে ভারিত গড়ের মাধ্যমে (Weighted average) জাতীয় পর্যায়ের ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। সকল মূল্যসূচকের ক্ষেত্রে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরও কতগুলো উপভাগে বিভক্ত।

ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ৭.২২ শতাংশ। এ হার ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ছিল ৬.৪৮ শতাংশ এবং ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৭.১৭ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি সারণি ৩.১-এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৩.১ঃ জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১২০.৯৪ (৭.০৬)	১২৪.৩১ (২.৭৯)	১২৬.৭২ (১.৯৪)	১৩০.২৬ (২.৭৯)	১৩৫.৯৭ (৪.৩৮)	১৪৩.৯০ (৫.৮৩)	১৫৩.২৩ (৬.৪৮)	১৬৪.২১ (৭.১৭)	১৭৬.০৬ (৭.২২)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১২৫.১৬ (৯.৩০)	১২৮.৫২ (২.৬৮)	১৩০.৩০ (১.৩৮)	১৩২.৪৩ (১.৬৩)	১৩৭.০১ (৩.৪৬)	১৪৬.৫০ (৬.৯৩)	১৫৮.০৮ (৭.৯১)	১৭০.৩৪ (৭.৭৬)	১৮৪.১৮ (৮.১২)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১১৫.১০ (৩.৯৫)	১১৮.৬৪ (৩.০৮)	১২২.২৫ (৩.০৪)	১২৭.৮৯ (৪.৬১)	১৩৫.১৩ (৫.৬৬)	১৪১.০৩ (৪.৩৭)	১৪৭.১৪ (৪.৩৩)	১৫৬.৫৬ (৬.৪০)	১৬৫.৭৯ (৫.৯০)

Drm: e\sjv‡`k cwimsL¨vb e¨‡iv|

লেখচিত্র ৩.১: জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি

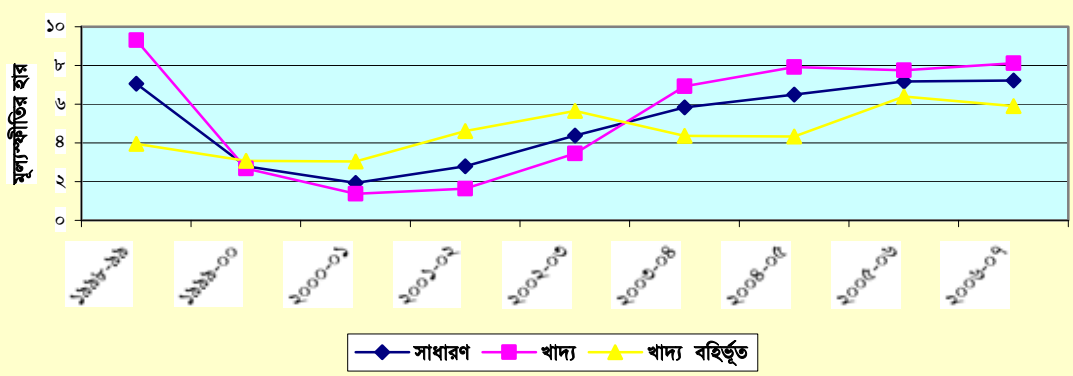

চলতি অর্থবছরের (২০০৭-০৮) মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ১০.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ এ অর্থবছরের শুরুতেই মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশ অতিক্রম করে। ডিসেম্বর ২০০৭-এ মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ১১.৫৯ শতাংশ ছিল; কিন্তু জানুয়ারি ২০০৮-এর পর হতে মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পয়েন্ট-টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ ২০০৮-এ জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ১০.০৬ শতাংশ এবং খাদ্য উপখাত ও খাদ্য- বহির্ভূত উপখাতে যথাক্রমে ১২.৯২ শতাংশ ও ৫.৬৩ শতাংশ । মূলতঃ আন্তর্জাতিক বাজারে চাল, গম, ভোজ্যতেল, ডাল ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে। এ ছাড়া দু'বার বন্যা ও ভয়াবহ সিডরে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে চালের আমদানিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে এবং কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের কার্যক্রম চালু করেছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মাসিক মূল্যস্ফীতির হার সারণি ৩.২ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৩.২ঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মাসওয়ারি মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

		জুলাই'০৭	আগস্ট'০৭	সেপ্টে.'০৭	অক্টো.'০৭	নভে.'০৭	ডিসে.'০৭	জানু.'০৮	ফেব্রু.'০৮	মার্চ'০৮	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ)
জাতীয়	সাধারণ	১০.১০	১০.১২	৯.৬০	১০.০৬	১১.২১	১১.৫৯	১১.৪৩	১০.১৬	১০.০৬	১০.৪৮
	খাদ্য	১১.৪২	১১.৬২	১১.১০	১১.৭৩	১৩.৮৩	১৪.৪৬	১৪.২০	১২.৭২	১২.৯২	১২.৬৭
	খাদ্য-বহির্ভূত	৮.২৩	৭.৯৯	৭.৩৫	৭.৪২	৭.২৬	৭.২৭	৭.২১	৬.২৬	৫.৬৩	৭.১৮
শহর	সাধারণ	১০.০৯	১০.২৪	৯.৫৭	৯.৬৪	১১.২৯	১১.৪৭	১১.২৮	১০.১৪	১০.০২	১০.৪২
	খাদ্য	১২.৪৬	১২.৯৪	১২.০৭	১২.১৫	১৫.৫০	১৫.৭৭	১৫.০০	১৩.৫৯	১৩.৮১	১৩.৭০
	খাদ্য-বহির্ভূত	৭.৪২	৭.২০	৬.৬৫	৬.৬৭	৬.৪৬	৬.৬২	৭.১০	৬.২৩	৫.৭০	৬.৬৭
গ্রাম	সাধারণ	১০.১০	১০.০৭	৯.৬০	১০.২২	১১.১৯	১১.৬৩	১১.৪৯	১০.১৮	১০.০৮	১০.৫১
	খাদ্য	১০.৯৭	১১.০৬	১০.৬৮	১১.৫৪	১৩.১৩	১৩.৯১	১৩.৮৬	১২.৩৫	১২.৫৪	১২.২৩
	খাদ্য-বহির্ভূত	৮.৫৪	৮.২৯	৭.৬১	৭.৭১	৭.৫৫	৭.৫২	৭.২৫	৬.২৮	৫.৬০	৭.৩৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মজুরি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৬৯-৭০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করছে। সারণি ৩.৩-এ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক দেয়া হল। নামিক (Nominal) সাধারণ মজুরি হার সূচক ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের ২১৪১ থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সূচক ৭.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের নামিক (Nominal) ও প্রকৃত (Real) সাধারণ মজুরি হার সূচক ছিল যথাক্রমে ৩৫০৭ ও ১৪৯। খাতভিত্তিক নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে কৃষি নির্মাণ খাতে মজুরি হার সূচক বৃদ্ধির হার (৮.৫২ শতাংশ) সবচেয়ে বেশি যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সূচক বৃদ্ধির হারের চেয়ে ৩.৮৭ শতাংশ বেশি। এছাড়া কৃষি, মৎস্য ও শিল্পকারখানা খাতে মজুরি হার সূচক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭.৬৯ শতাংশ, ৬.৩৫ শতাংশ ও ৭.৯৯ শতাংশ।

সারণি ৩.৩ঃ মজুরির হারসূচক (ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০=১০০)

অর্থবছর	নামিক (Nominal) মজুরি হারসূচক					শিল্প শ্রমিকদের জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক	প্রকৃত (Real) মজুরি হারসূচক (সাধারণ)
	সাধারণ	কৃষি	মৎস্য	শিল্প	নির্মাণ		
১৯৯৭-৯৮	২১৪১ (৭.৫৯)	১৮৭০ (৩.৬৬)	২০৫৩ (৪.০০)	২৩৯৫ (১০.৮৩)	১৯৯০ (৭.৬৮)	১৭৪৮ (৫.১১)	১২২ (১.৬৭)
১৯৯৮-৯৯	২২৫৯ (৫.৫১)	১৯৫০ (৪.২৮)	২১৩৮ (৪.১৪)	২৫২২ (৫.৩০)	২১৬৩ (৮.৬৯)	১৯২১ (৯.৯০)	১১৮ (-৩.২৮)
১৯৯৯-০০	২৩৯০ (৫.৮০)	২০৩৭ (৪.৪৬)	২২২০ (৩.৮৪)	২৭০১ (৭.১০)	২২৮৬ (৫.৬৯)	১৯৭৩ (২.৭১)	১২১ (২.৫৪)
২০০০-০১	২৪৮৯ (৪.১৪)	২১৪১ (৫.১১)	২২৯২ (৩.২৪)	২৮৩২ (৪.৮৫)	২৩৫৬ (৩.০৬)	১৯৯৯ (১.৩২)	১২৫ (৩.৩১)
২০০১-০২	২৬৩৭ (৫.৯৫)	২২৬২ (৫.৬৫)	২৪১১ (৫.১৯)	৩০৩৫ (৭.১৭)	২৪৪৪ (৩.৭৪)	২০২৪ (১.২৫)	১৩০ (৪.০০)
২০০২-০৩	২৯২৬ (১০.৯৬)	২৪৪৩ (৮.০০)	২৫৬৩ (৬.৩০)	৩৫০১ (১৫.৩৫)	২৬২৪ (৭.৩৬)	২০৬৮ (২.১৭)	১৪১ (৮.৪৬)
২০০৩-০৪	৩১১১ (৬.৩১)	২৫৮২ (৫.৬৯)	২৭৭৫ (৮.২৮)	৩৭৬৫ (৭.৫৫)	২৬৬৯ (১.৬৯)	২১২৯ (২.৯৫)	১৪৬ (৩.৫৫)
২০০৪-০৫	৩২৯৩ (৫.৮৫)	২৭১৯ (৫.৩০)	২৯৫৭ (৬.৫৫)	৪০১৫ (৬.৬৪)	২৭৫৮ (৩.৩৩)	২২১৬ (৪.০৮)	১৪৯ (২.০৫)
২০০৫-০৬	৩৫০৭ (৬.৫০)	২৯২৬ (৭.৬১)	৩১৩৩ (৫.৯৫)	৪২৯৩ (৬.৯২)	২৮৮৯ (৪.৭৫)	২৩৫১ (৬.০৯)	১৪৯ (০.০০)
২০০৬-০৭	৩৭৭৯ (৭.৭৬)	৩১৫১ (৭.৬৯)	৩৩৩২ (৬.৩৫)	৪৬৩৬ (৭.৯৯)	৩১৩৫ (৮.৫২)	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোট: ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও প্রকৃত মজুরি হার সূচক প্রকাশ করেনি।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সর্বশেষ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬ (Labour Force Survey-2005-06) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৪.৯৫ কোটি, যার মধ্যে ৪.৭৪ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৬১ কোটি এবং মহিলা ১.১৩ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিজীবীর অংশ পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমলেও এখনও সর্বাধিক শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত (৪৮.১০%) । উল্লেখ্য, ২০০২-০৩ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে ৪.৪৩ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৪৫ কোটি এবং মহিলা ০.৯৮ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল কৃষিখাতে (৫১.৬৯%) । এ দুটো জরিপকালে কৃষিতে শ্রমশক্তির হার ৩.৫৯ শতাংশ কমেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী সর্বাধিক ৪১.৯৮ শতাংশ শ্রমশক্তি স্বকর্মে নিয়োজিত, যা ২০০২-০৩ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ছিল ৪৪.৭০ শতাংশ। লক্ষ্যণীয় যে, এ দুটো জরিপকালে স্বকর্মে নিয়োজিতদের অবদান প্রায় ২.৭২ শতাংশ কমেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দিনমজুর ও নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মীর হার যথাক্রমে ১৮.১৪ শতাংশ ও ১৩.৯২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী জরিপ অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ২০.০৯ শতাংশ ও ১৩.৭৭ শতাংশ। তবে সর্বশেষ পরিচালিত জরিপে বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার ৩.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৭৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩ ও ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৩.৪ ঃ শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫
পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৭৯	১৩.০৮	৫.৬৪	৫.৪৯
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	--	--	৬.৩২	৫.৪৯
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩ ও ২০০৫-০৬ (সাময়িক) ।

নোটঃ পূর্ববর্তী শ্রম শক্তি জরিপসমূহে ১০ বছর বয়সের উর্ধ্ব হতেই জরিপের হিসাবে নেয়া হতো কিন্তু শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ ও ২০০৫-০৬-এ ১৫ বছর বয়সের উর্দ্ধের জনশক্তিকেই শ্রমশক্তি গণনায় আনা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। দেশের পেশাজীবী, দক্ষ, আধা-দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমশক্তি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে । কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতি বছর বিদেশে জনশক্তি গমনের হার বেড়ে চলছে । ১৯৭৬ সাল হতে এপ্রিল, ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৬.৮৬ লক্ষ জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে। শুধু ২০০৭ সালে পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে ৮.৩৩ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১১৮.২৪ ভাগ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে ৭ লক্ষ ৯২ হাজারেরও বেশি জনশক্তি বিদেশে গমন করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৮.২৫ শতাংশ বেশি। । দীর্ঘ ১০ বছর বন্ধ থাকার পর অক্টোবর ২০০৬ থেকে মালয়েশিয়ায় পুনরায় বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান শুরু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২.৮৮ লক্ষ কর্মীর বহির্গমন ছাড়পত্র ইস্যু করা হয়েছে; যার মধ্যে প্রায় ২.৪৭ লক্ষ কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছে। তাছাড়া দীর্ঘ ১২ বছর বন্ধ থাকার পর ২০০৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ওমানে আবার বাংলাদেশী কর্মী যাওয়া শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, কানাডা, রুমানিয়া, রাশিয়া এবং সুদানে বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য নতুন শ্রম বাজার উন্মোচিত হয়েছে।

পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি মহিলা কর্মীরাও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত মহিলা কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ধারা লেখচিত্র ৩.২ এ দেখানো হ'লঃ

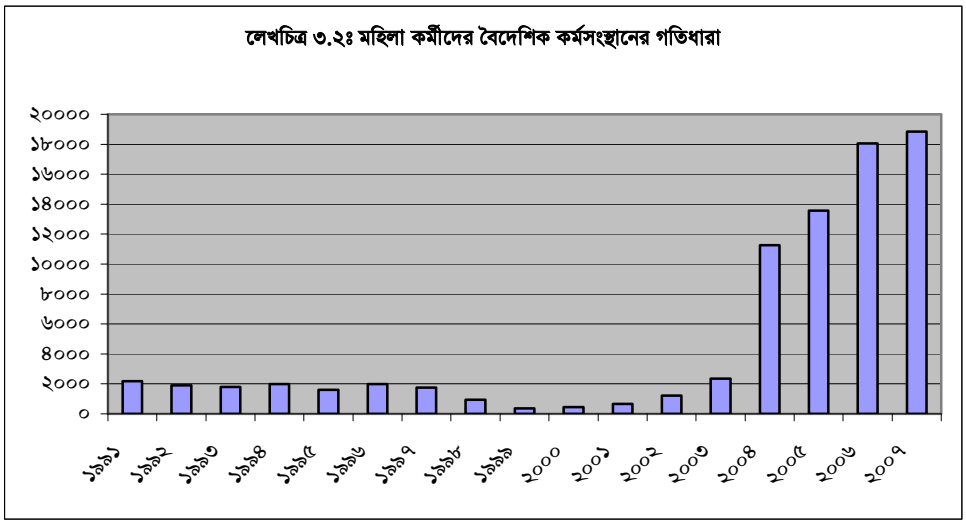

লেখচিত্র ৩.২ হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ২০০৪ সাল হতে মহিলা কর্মীদের বিদেশে গমনের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ ধারা বর্তমানেও অব্যাহত আছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক সমতা আনয়নের লক্ষ্যে Employment Permit System (EPS) এর আওতায় বিভাগীয় কোটা প্রবর্তন করে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কোরিয়া ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম, অনলাইন পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন ও প্রথম ব্যাচের বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। Bangladesh Overseas Employment Services Limited (BOESL) উক্ত পদ্ধতির আওতায় প্রেরণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। EPS পদ্ধতির অধীনে ২০০৮ সালে প্রায় ১০,০০০ কর্মী কোরিয়ায় কর্মসংস্থানের নিমিত্ত প্রেরণের অপেক্ষায় আছে। মঙ্গা এলাকার জন্য BOESL অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করবে এবং প্রাইভেট রিক্রুটিং এজেন্সী কর্তৃক সংগৃহীত ডিমান্ডের বিপরীতে ৪ শতাংশ কোটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু, মঙ্গা এলাকার লোকজনের বিদেশ গমনের প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের সুবিধার্থে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যাংককে জড়িত করার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

রেমিট্যান্স

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ (রেমিট্যান্স) প্রবাহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে

- অধিক সংখ্যক বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও ড্রয়িং ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান;
- ডেলিভারি সার্ভিস উন্নতকরণসহ সার্বিক বিষয়টি মনিটরিং করার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বেনিফিসিয়ারীদের কাছে তাদের প্রাপ্ত রেমিট্যান্স দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থাকরণ;
- পাঁচ হাজার ডলার ও তার বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সরকারীভাবে দেশে প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

এছাড়াও বর্তমান রেমিট্যান্স অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং রেমিট্যান্স এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID) সংস্থার অর্থায়নে সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে " রেমিট্যান্স

এন্ড পেমেন্টস পার্টনারশিপ " (RPP) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেমিট্যান্স প্রক্রিয়াকরণে যথেষ্ট মাত্রার উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

জনশক্তি রপ্তানিতে দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স প্রেরণের সুব্যবস্থার কারণে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৯৭৮.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৪.৫০ শতাংশ বেশি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৬৪৯.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯.৫৫ শতাংশ বেশি। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীর সংখ্যা ও প্রেরিত অর্থের পরিমাণ টাকায় ও ডলারে সারণি ৩.৫-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৩.৫ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (০০০)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন ডলার	শতকরা পরিবর্তন (%)	কোটি টাকা	শতকরা পরিবর্তন (%)
১৯৯৭-৯৮	২৪৩	১৫২৫.৪২	৩.৩৯	৬৯৫১.২০	১০.২৬
১৯৯৮-৯৯	২৭০	১৭০৫.৭৪	১১.৮২	৮২১৩.০০	১৮.১৫
১৯৯৯-০০	২৪৮	১৯৪৯.৩২	১৪.২৮	৯৮২৫.৪০	১৯.৬৩
২০০০-০১	২১৩	১৮৮২.১০	-৩.৪৫	১০২৬৬.০০	৪.৪৮
২০০১-০২	১৯৫	২৫০১.১৩	৩২.৮৯	১৪৩৯০.১৯	৪০.১৭
২০০২-০৩	২৫১	৩০৬১.৯৭	২২.৪২	১৭৭১৯.৫৮	২৩.১৪
২০০৩-০৪	২৭৭	৩৩৭১.৯৭	১০.১২	১৯৮৭২.৩৯	১২.১৫
২০০৪-০৫	২৫০	৩৮৪৮.২৯	১৪.১৩	২৩৬৪৬.৯৭	১৮.৯৯
২০০৫-০৬	২৯১	৪৮০১.৮৮	২৪.৭৮	৩২২৭৪.৬০	৩৬.৪৯
২০০৬-০৭	৫৬৪	৫৯৭৮.৪৭	২৪.৫০	৪১২৯৮.৫০	২৭.৯৬
২০০৭-০৮	৭৯২*	৫৬৪৯.২৩**	২৯.৫৫	৩৮৭৬২.২৯**	২৮.৫৭

* এপ্রিল পর্যন্ত, ** মার্চ পর্যন্ত, শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়
উৎসঃ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

রেমিট্যান্সের পরিমাণ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারেও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে যথাক্রমে ৪.১৪ শতাংশ ও ৩৩.৮৯ শতাংশ ছিল। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ৮.৭৪ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৪৯.০৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৬-এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হ'লঃ

সারণি ৩.৬ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

অর্থবছর	জিডিপির শতকরা হার	রপ্তানির শতকরা হার
১৯৯৯-০০	৪.১৪	৩৩.৮৯
২০০০-০১	৪.০১	২৯.১০
২০০১-০২	৫.২৬	৪১.৭৮
২০০২-০৩	৫.৯০	৪৬.৭৬
২০০৩-০৪	৫.৯৮	৪৪.৩৫
২০০৪-০৫	৬.৩৭	৪৪.৪৬
২০০৫-০৬	৬.৮৯	৪৫.৬২
২০০৬-০৭	৮.৭৪	৪৯.০৯

Drmt wewGm. Bwcwe. evsjv‡`k e¨vsK|

লেখচিত্র ৩.৩ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

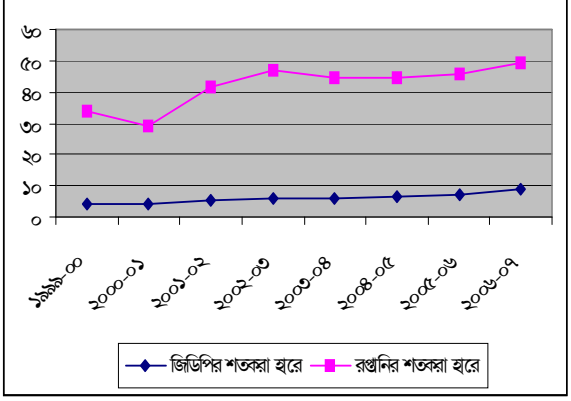

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে। তবে এই ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর থেকে এককভাবে সৌদি আরবের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ নিম্নের সারণিতে দেয়া হ'লঃ

সারণি ৩.৭ দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

(wgwjqb gwKb Wjvi)

অর্থবছর	সৌ. আরব	আ.আমিরাত	কাতার	ওমান	বাহরাইন	কুয়েত	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
১৯৯৬-৯৭	৫৮৭.১৫	৮৯.৬৪	৫৩.১৬	৯৪.৪৫	৩১.৫২	২১১.৪৯	১৫৭.৩৯	৫৬.২০	৯৪.৫১	৬.৬৬	৯৩.২৩	১৪৭৫.৪০
১৯৯৭-৯৮	৫৮৯.২৯	১০৬.৮৬	৫৭.৮১	৮৭.৬১	৩২.৪২	২১৩.১৫	২০৩.১৩	৬৫.৮০	৭৮.০৯	৭.৬৯	৮৩.৫৭	১৫২৫.৪২
১৯৯৮-৯৯	৬৮৫.৪৯	১২৫.৩৪	৬৩.৯৪	৯১.৯৩	৩৮.৯৪	২৩০.২২	২৩৯.৪৩	৫৪.০৪	৬৭.৫২	১৩.০৭	৯৫.৮২	১৭০৫.৭৪
১৯৯৯-০০	৯১৬.০১	১২৯.৮৬	৬৩.৭৩	৯৩.০১	৪১.৮০	২৪৫.০১	২৪১.৩০	৭১.৭৯	৫৪.০৪	১১.৬৩	৮১.১৪	১৯৪৯.৩২
২০০০-০১	৯১৯.৬১	১৪৪.২৮	৬৩.৪৪	৮৩.৬৬	৪৪.০৫	২৪৭.৩৯	২২৫.৬২	৫৫.৭০	৩০.৬০	৭.৮৪	৫৯.৯১	১৮৮২.১
২০০১-০২	১১৪৭.৯৫	২৩৩.৪৯	৯০.৬০	১০৩.২৭	৫৪.১২	২৮৫.৭৫	৩৫৬.২৪	১০৩.৩১	৪৬.৮৫	১৪.২৬	৬৫.২৯	২৫০১.১৩
২০০২-০৩	১২৫৪.৩১	৩২৭.৪০	১১৩.৫৫	১১৪.০৬	৬৩.৭২	৩৩৮.৫৯	৪৫৮.০৫	২২০.২২	৪১.৪০	৩১.০৬	৯৯.৬১	৩০৬১.৯৭
২০০৩-০৪	১৩৮৬.০৩	৩৭৩.৪৬	১১৩.৬৪	১১৮.৫৩	৬১.১১	৩৬১.২৪	৪৬৭.৮১	২৯৭.৫৪	৩৭.০৬	৩২.৩৭	১২৩.১৮	৩৩৭১.৯৭
২০০৪-০৫	১৫১০.৪৫	৪৪২.২৪	১৩৬.৪১	১৩১.৩২	৬৭.১৮	৪০৬.৮০	৫৫৭.৩১	৩৭৫.৭৭	২৫.৫১	৪৭.৬৯	১৪৭.৬০	3848.29
২০০৫-০৬	১৬৯৬.৯৬	৫৬১.৪৪	১৭৫.৬৪	১৬৫.২৫	৬৭.৩৩	৪৯৪.৩৯	৭৬০.৬৯	৫৫৫.৭১	২০.৮২	৬৮.৮৪	২৩৮.৮১	4801.88
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭০	৮০৪.৮৪	২৩৩.১৭	১৯৬.৪৭	৭৯.৯৬	৬৮০.৭০	৯৩০.৩৩	৮৮৬.৯০	১১.৮৪	৮০.২৪	৩৩৯.৩২	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮*	১৬৪১.৫৫	৭৯৩.৮৬	২০৯.৪০	১৭২.৮৯	৯০.৬১	৬২৩.৮৪	৯৬২.৪০	৬৯৬.৬১	৪৬.৪৫	৯৪.০০	৩১৭.৬২	৫৬৪৯.২৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * মার্চ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৩.৪ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বরাবরের মতো ২০০৬-০৭ অর্থবছরেও সর্বাধিক (২৯.০২%) রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব হতে। তারপরই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত হতে যথাক্রমে ১৫.৫৬ শতাংশ, ১৪.৮৩ শতাংশ, ১৩.৪৬ শতাংশ ও ১১.৩৯ শতাংশ রেমিট্যান্স এসেছে। এ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে ৬২.৫২ শতাংশ রেমিট্যান্স প্রাপ্তি ঘটেছে। উপরের সারণি হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ২০০১-০২ অর্থবছর হতে যুক্তরাজ্য হতে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান অর্থবছরেও রেমিট্যান্সের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য গত অর্থ বছরে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাজ্য হতে।

লেখচিত্র ৩.৪ঃ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে দেশওয়ারি রেমিট্যান্সের পরিমাণ

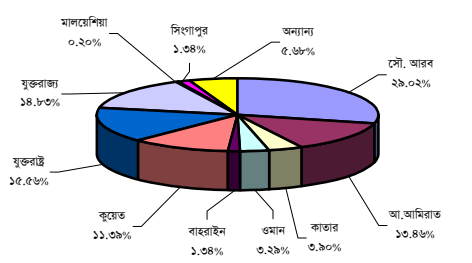

১৯৭৬ সাল হতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় অর্ধেক অদক্ষ। তবে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পেশাজীবী ও দক্ষ শ্রমিকও রয়েছে। সারণি ৩.৮ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৮ সালে দক্ষ, আধা-দক্ষ ও পেশাগত কাজে নিয়োজিত ছিল ৫০.৭৭ শতাংশ। পরবর্তীতে এ হার বৃদ্ধি পেলেও ২০০৭ সালে এই হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪২ শতাংশে।

লেখচিত্রে ৩.৫ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ২০০৭ সালে রপ্তানিকৃত শ্রমশক্তিতে পেশাজীবী, দক্ষ, আধা-দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের হার ছিল যথাক্রমে ০.০৮ শতাংশ, ১৯.৮৬ শতাংশ, 22.07 শতাংশ, ও ৫৭.৯৯ শতাংশ। ১৯৯৮ সাল হতে ২০০৭ পর্যন্ত বছরওয়ারি শ্রেণীভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা সারণি ৩.৮- দেখানো হ'লঃ

লেখচিত্র ৩.৫ঃ ২০০৭ সালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের শ্রেণী ভিত্তিক হার

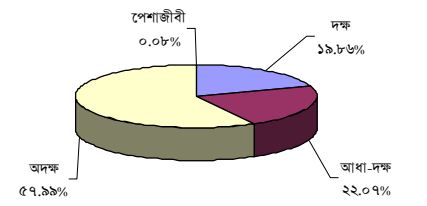

mviwY 3.8t ‡kYxwfwËK cevmx evsjv‡`kxi msL¨v

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	অদক্ষ	মোট
১৯৯৮	৯৫৭৪	৭৪৭১৮	৫১৫৯০	১৩১৭৮৫	২৬৭৬৬৭
১৯৯৯	৮০৪৫	৯৮৪৪৯	৪৪৯৪৭	১১৬৭৪১	২৬৮১৮২
২০০০	১০৬৬৯	৯৯৬০৬	২৬৪৬১	৮৫৯৫০	২২২৬৮৬
২০০১	৬৯৪০	৪২৭৪২	৩০৭০২	১০৯৫৮১	১৮৮৯৬৫
২০০২	১৪৪৫০	৫৬২৬৫	৩৬০২৫	১১৮৫১৬	২২৫২৫৬
২০০৩	১৫৮৬২	৭৪৫৩০	২৯২৩৬	১৩৬৫৬২	২৫৪১৯০
২০০৪	১৯১০৭	৮১৮৮৭	২৪৫৬৬	১৪৭৩৯৮	২৭২৯৫৮
২০০৫	১৯৪৫	১১৩৬৫৫	২৪৫৪৬	১১২৫৫৬	২৫২৭০২
২০০৬	৯২৫	১১৫৪৬৮	৩৩৯৬৫	২৩১১৫৮	৩৮১৫১৬
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৪৪	১৮৩৭৫৪	৪৮২৮৩৫	৮৩২৬০৯

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো। নোট: ২০০৮ সালের তথ্য পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত । এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে । জনশক্তি রপ্তানির শুরু হতে ২০০৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৮০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে । ২০০৭ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী শ্রমিক রপ্তানির হার নিম্নের লেখচিত্র ৩.৬-এ দেখানো হ'লঃ

Error! Not a valid link.

লেখচিত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ হতে ২০০৭ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর এবং ওমানে জনশক্তি রপ্তানির হার ছিল যথাক্রমে ২৪.৫১ শতাংশ ২৭.১৯ শতাংশ, ৩২.৮১ শতাংশ ৪.৬০ শতাংশ এবং ২.১০ শতাংশ । একই সময়ে ৮.৭৮ শতাংশ বাংলাদেশী কর্মী বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, জর্ডান, ইতালি, যুক্তরাজ্য, লিবিয়া ও মরিসাসসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে গমন করেছে। ১৯৯৬ সাল হতে এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা সারণি ৩.৯-এ দেখানো হ'লঃ

mviwY 3.9t †`kIqvwi cevmx evsjv‡`kxi msL¨v

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	সংযুক্ত আরব আমিরাত	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
১৯৯৬	৭২৭৩৪	২১০৪২	২৩৮১২	৩৭৫৯	৮৬৯১	৬৬৬৩১	৫৩০৪	৯৭৪১	২১১৭১৪
১৯৯৭	১০৬৫৩৪	২১১২৬	৫৪৭১৯	৫০১০	৫৯৮৫	১৫২৮৪৪	২৭৪০১	৭৪৫৮	৩৮১০৭৭
১৯৯৮	১৫৮৭১৫	২৫৪৪৪	৩৮৭৯৬	৭০১৪	৪৭৭৯	৫৫১	২১৭২৮	১০৬৪০	২৬৭৬৬৭
১৯৯৯	১৮৫৭৩৯	২২৪০০	৩২৩৪৪	৪৬৩৯	৪০৪৫	-	৯৫৯৬	৯৪১৯	২৬৮১৮২
২০০০	১৪৪৬১৮	৫৯৪	৩৪০৩৪	৪৬৩৭	৫২৫৮	১৭২৩৭	১১০৯৫	৫২১৩	২২২৬৮৬
২০০১	১৩৭২৪৮	৫৩৪১	১৬২৫২	৪৩৭১	৪৫৬১	৪৯২১	৯৬১৫	৬৬৫৬	১৮৮৯৬৫
২০০২	১৬৩২৫৪	১৫৭৬৭	২৫৪৩৮	৫৩৭০	৩৯২৭	৮৫	৬৮৭০	৪৫৪৫	২২৫২৫৬
২০০৩	১৬২১৩১	২৬৭২২	৩৭৩৪৬	৭৪৮২	৪০২৯	২৮	৫৩০৪	১১১৪৮	২৫৪১৯০
২০০৪	১৩৯০৩১	৪১১০৮	৪৭০১২	৯১৯৪	৪৪৩৫	২২৪	৬৯৪৮	২৫০০৬	২৭২৯৫৮
২০০৫	৮০৪২৫	৪৭০২৯	৬১৯৭৮	১০৭১৬	৪৮২৭	২৯১১	৯৬৫১	৩৫১৬৫	২৫২৭০২
২০০৬	১০৯৫১৩	৩৫৭৭৫	১৩০২০৪	১৬৩৫৫	৮০৮২	২০৪৬৯	২০১৩৯	৪০৯৭৯	৩৮১৫১৬
২০০৭	২০৪১১২	৪২১২	২২৬৩৯২	১৬৪৩৩	১৭৪৭৮	২৭৩২০১	৩৮৩২৪	৫২৪৫৭	৮৩২৬০৯
২০০৮ (এপ্রিল পর্যন্ত)	৬৪৭৭৮	৪	১৩০৭২৭	৭০৫৮	১৬৫৭৮	৩৬৫৫৬	১৭৬৮৪	২১৭৭০	২৯৫১৫৫

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

বিদেশে চাকুরীতে কর্মী নিয়োগ কার্যক্রমে খরচ হ্রাস, কর্মীদের হয়রানি দুর করা, প্রতারণা রোধ ও কর্মীদের সঠিক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করার জন্য বিদেশগামী সকল কর্মীর পেশা ও দক্ষতা অনুযায়ী জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে নাম তালিকাভুক্তির কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এতে কর্মীদের তথ্যাদি কম্পিউটার ডাটাবেজে এন্ট্রির ব্যবস্থা এবং তার নেটওয়ার্ক জনশক্তি ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিমানবন্দর ও বায়রা অফিসে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এবং বৈদেশিক নিয়োগকর্তাগণ তাদের চাহিদা মোতাবেক সরাসরি উক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন করতে পারবেন।

বিদেশে কর্মী প্রেরণের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীদের সর্বোত্তম কল্যাণ নিশ্চিত করাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বিদেশে কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে ২০০৭ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জুন মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশ সরকারের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া জানুয়ারী, ২০০৮ এর প্রথমদিকে কাতারের সাথে বাংলাদেশ সরকার অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে এবং সম্প্রতি ওমান সরকারের সাথে জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দূর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য, আশ্রয় ও আইনগত সহায়তা প্রদান এবং সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দূর্দশার বিষয়টি তুলে ধরে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিশনগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রবাসীদের দেশে হয়রানী থেকে রক্ষা এবং বৈদেশিক চাকুরীর ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২৯টি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'প্রবাসী কল্যাণ শাখা' নামে একটি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। ভবিষ্যতে অবশিষ্ট সকল জেলায় অনুরূপ শাখা খোলা হবে।